সি পি আই এম-এর ইশ্‌তেহারে শ্রমিক

সিপিআইএম-এর ২০০৯ সালের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ৩২ পাতার মধ্যে ৩০ লাইন শ্রমিকদের জন্য খরচ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গে মানবাধিকার শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৩২ বছর ক্ষমতায় থেকেও যে দল শ্রমিকের আইনী অধিকার, ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য আদায়ের সম্পর্কে উদাসীন তাঁদের মুখে মানবাধিকার রক্ষার কথাটি মানায় কিনা ভেবে দেখায়। ইশ্‌তেহারে উল্লিখিত কয়েকটি অঙ্গীকার এবং সে ব্যাপারে তাদের বর্তমান ভূমিকা তুলে ধরা হল।

১। ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছে 'পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনর্বিবেচনা করা হবে।'

এখানে বলা দরকার পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণ করতে হত দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ২৪০০ ক্যালরি ধরে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫৫টি কাজের ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণ করেছে দৈনিক ২২০০ ক্যালরি ধরে। রাজ্য শ্রম সম্মেলনের এই সুপারিশ মানায় সরকারের কোনো বাধাই ছিল না। এই সুপারিশ তো মানা হয়ই নি, এখন আবার সারা দেশ সম্পর্কে নীতির কথা শোনাচ্ছে সেই সিপিআইএম পার্টি।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণ করা এবং অবশ্যই তা লাগু করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই যেখানে সব কাজের ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা হয়নি বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাড়ানো হয় না, বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং বহু ক্ষেত্রে ঘোষিত মজুরিও দেওয়া হয় না -সেখানে মজুরি পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতির কোনো দাম আছে কী?

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম এই সাফল্যের ঢালাও প্রচার চলে, অথচ কৃষি শ্রমিকদের মজুরি নির্দ্ধারণে দিল্লী সহ অনেক রাজ্যই অনেক এগিয়ে। দিল্লীতে দৈনিক মজুরি ১৫১ টাকা, উত্তরপ্রদেশে ১০০ টাকা, পাঞ্জাবে ৯৪.৬১ টাকা, ওড়িষ্যায় ১০০ টাকা, রাজস্থানে ১০০ টাকা, হরিয়ানায় ১৪৭ টাকা, বিহারে ৯১.৭৭ টাকা, আর সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৮০.৭৪ (১।১০।২০৮ সালে সংশোধিত হয়ে)।

এ তো গেল পশ্চিমবঙ্গে কৃষি মজুরদের ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণের প্রশ্ন। এর পর আছে ঘোষিত মজুরির কত কম তারা পান তার প্রশ্ন। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি অসংগঠিত শ্রমিকদের সম্পর্কে এক ভয়াবহ সত্য তুলে ধরেছে। বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ৯৫.৪ শতাংশ কৃষি মজুর জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্পে ৬৬ টাকার (তখনকার নির্দ্ধারিত মজুরি) বদলে পুরুষরা ৪৫ টাকা এবং মহিলারা ৩০ টাকা পেয়েছেন।

লক্ষণীয় হল ন্যূনতম মজুরি আইন একমাত্র শ্রম আইন যা ভঙ্গ করলে রাজ্য সরকার আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন। এতে জেল, জরিমানা দুটোই হতে পারে। এ রাজ্যে ৩৪১টি ব্লকে ন্যূনতম মজুরি ও শ্রম আইন কার্যকর করা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৩৪১ জন ইনস্পেক্টর রয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হল মজুরি আইন ভঙ্গের ঘটনায় বিগত বিশ বছরে একজনের বিরুদ্ধেও কী রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে? -না, নেয় নি। পশ্চিমবঙ্গে এখনও চট, সুতোকল, চা-শিল্পে সরকার ঘোষিত নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মজুরি মেলে না। এই বে-আইনি কাজটি ট্রেড ইউনিয়নগুলির সম্মতি নিয়ে চলে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৪ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আছে এবং তাদের সরকার নির্দ্ধারিত হারে ১০০০ বিড়ি বাঁধলে ১২৪.৮২ টাকা পাওয়ার কথা (৩১/৮/২০০৮)। কিন্তু কখনই তারা এই হারে মজুরি পান না।

জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চিত প্রকল্পে (এন আর ই জি এ) এক'শ দিনের কাজ করে যে দৈনিক মজুরি পাওয়ার কথা সেটা নির্ভর করে সেই রাজ্যের কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির ওপর। যেহেতু আমাদের রাজ্যে কৃষি মজুরির হার অন্য রাজ্যের তুলনায় কম -সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া এই অর্থ থেকে এন আর ই জি এ-র শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

২। ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছে '---অস্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নে নিরুৎসাহিত করার অবস্থান নেওয়া হবে।'

এখানে 'নিরুৎসাহিত করা' কথাটার অর্থ বোঝা দায়। -বিশেষকরে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের নিজেদের পরিচালিত সংস্থাই বছরের পর বছর এই ধরণের ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগে উৎসাহ জুগিয়ে চলছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে দেশে চালু শ্রম আইনগুলির মধ্যে এগারোটি আইন চালু করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এর মধ্যে আছে ন্যূনতম মজুরি আইন, ঠিকা মজদুর আইন, সমকাজে সমবেতন আইন, শিশু শ্রমিক আইন, অভিবাসী শ্রমিকদের আইন, শিল্প বিরোধ আইন, ইত্যাদি।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গে শ্রম আইন কার্যকর করার একটি নমুনা
* প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া : চটশিল্পে ২০০৮ সালে ১৫০ কোটি টাকা (১৯৮০ সালে ছিল ৫ কোটি টাকা)
* প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া : সব শিল্প মিলে ২০০৮ সালে ৫০০ কোটি টাকা
* গ্রাচুইটি বাবদ বকেয়া : চটশিল্পে ২০০৮ সালে ৩০০ কোটি টাকা
* ই এস আই বাবা বকেয়া : ২০০৮ সালে ১৩০ কোটি টাকা

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪০৫/৪০৯ ধারায় পিএফ বকেয়াকারীদের বিরুদ্ধে শয়ে শয়ে অভিযোগ পুলিশের কাছে জমা পড়েছে। রাজ্য সরকার কোনো ক্ষেত্রেই শ্রম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তকারী ভূমিকা নেয় নি।

৩। ইশতেহারে বলা হয়েছে 'মৎস্যজীবিদের স্বার্থে বিশেষ কল্যাণ পর্ষদ গঠন করা হবে।'

ইশতেহারে এটা বলা হয়েছে। কিন্তু কী করছেন সেই সিপিএম সরকার?

এক, জম্বুদ্বীপ থেকে মৎস্যজীবিদের উচ্ছেদ করেছে এই সরকার।

দুই, নয়াচর থেকে মৎস্যজীবিদের উচ্ছেদ করার প্রকল্প গ্রহণ করেছে এই সিপিএম সরকার।

তিন, মন্দারমণির উপকূলে বেআইনি পর্যটন কেন্দ্র হতে দিয়েছে সিপিএম সরকার যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ঐ উপকূলের মৎস্যজীবিরা।

চার, কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট জোন থেকে কোস্টাল রেগুলেটরি জোনে পরিবর্তনের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বাধা দেয়নি। সিপিএম।

পাঁচ, নয়াচরে কেমিক্যাল হাব বানাতে গিয়ে সিপিএম সরকার কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট জোনের বিধি নিষেধ ভঙ্গ করবে। অথচ লিখছে উপকূলীয় কর্তৃপক্ষ এলাকা সংক্রান্ত খসড়া বাতিল করা হবে।

অর্থাৎ একদিকে মৎস্যজীবিদের পক্ষে অকল্যাণকর কাজ করে যাওয়া হচ্ছে, অন্য দিকে মৎস্যজীবিদের জন্য বিশেষ কল্যাণ পর্ষদ গঠন করার কথা বলা হয়েছে। -এ কে কী বলে? দ্বিচারিতা না?

ধন্যবাদান্তে

নব দত্ত

নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষে ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, রুম নম্বর ৭, ব্লক বি (দোতলা), কলকাতা ৭০০০৮৫ থেকে প্রচারিত ।